গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
বাজেট অধিশাখা।

স্মারক নং- ৪৫.০০.০০.০০.১৩৯.২০.০১৯.২০১৮- ৪০ তারিখঃ ১৬-০১-২০১৯খ্রিঃ

বিষয়ঃ বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে গত ১৩-০১-২০১৯খ্রি. তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ৬ পৃষ্ঠা।

(ড. মোঃ এনামুল হক)
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫৯২৭

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/নিপোর্ট, ঢাকা।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। উপসচিব (বাজেট-৪), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। উপ-প্রধান (পরিকল্পনা),স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮। চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ, মহাখালী, ঢাকা।
৯। ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।
১০। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সিএজি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১২। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
বাজেট অধিশাখা

বিষয়ঃ বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

প্রধান অতিথি	ঃ	জনাব জাহিদ মালেক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বিশেষ অতিথি	ঃ	ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসান, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জনাব জি.এম. সালেহ উদ্দিন সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
সভাপতি	ঃ	জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সভার তারিখ	ঃ	১৩-০১-২০১৯খ্রি.
সভার সময়	ঃ	বেলা ১১.৩০ টা
সভার স্থান		মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
সভার উপস্থিতি	ঃ	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়ন ও বাজেট বিষয়ে সকলের স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। তিনি জানান দেশের সকল জেলা হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একাধিক উৎস থেকে অর্থায়ন করা হয়। এর ফলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানেন না সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে তিনি কোন উৎস/ বাজেট লাইন থেকে কোন কোন খাতে কী পরিমাণ বরাদ্দ পাবেন। এবিষয়ে তিনি ২টি পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড সভায় উপস্থাপন করেন। আর্থিক শৃংখলা রক্ষা এবং সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট উৎস থেকে হাসপাতালগুলোতে অর্থায়ন করা যায় কি না, তা বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন।

২। মাননীয় মন্ত্রী সভায় বলেন যে, আমাদের সম্পদ সীমিত। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার কিভাবে নিশ্চিত করা যায় এ বিষয়ে সকলের মতামত/পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করেন।

৩। যুগ্মসচিব (বাজেট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর অধীনে পরিচালন বাজেট প্রণয়নের বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন। বাজেট পরিপত্র-১ জারি করার পর বাজেটের কার্যক্রম শুরু হয় বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনার জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ কাজ করে থাকে। দপ্তর/সংস্থার বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে পরিচালন বাজেট থেকে অর্থ প্রদান করা হয় বলে তিনি জানান।

৪। সচিব, স্বাস্থা সেবা বিভাগ সভাকে অবহিত করেন যে, বাজেট ব্যবস্থাপনা একটি জটিল বিষয়। মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা আছে। বিশেষায়িত জনবল ছাড়া এটা করা কঠিন। বাজেট অনুবিভাগকে শক্তিশালী করে এ বিষয়ে কাজ করা যেতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

৫। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, প্রশিক্ষণের জন্য অধিদপ্তরে বাজেট রয়েছে এবং মন্ত্রণালয়েও বাজেট রয়েছে। যার ফলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দ্বৈততার সৃস্টি হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত বরাদ্দ যে কোন এক জায়গায় রাখা যেতে পারে বলে তিনি জানান।

৬। অতিরিক্ত সচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সভাকে অবহিত করেন যে, বাজেট বইয়ের সচিবালয় অংশের বরাদ্দ মনিটরিং এর মাধ্যমে সকল দপ্তর/সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম খাতের অর্থ মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মিটিং এর মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান হয়ে থাকে। কোন হাসপাতালের ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে চাহিদাপত্র প্রেরণ করে থাকে। প্রয়োজনের নিরিখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সচিবালয় কোড হতে সিএমএসডির মাধ্যমে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়।

৭। যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা) জানান যে, বিভিন্ন অপারেশনাল প্ল্যান হতে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন হাসপাতালে ভারী যন্ত্রপাতি, এমএসআর সামগ্রী, পথ্য, আসবাবপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়। জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দের দ্বৈততা পরিহার করার জন্য সফটয়্যার ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া তিনি আরও বলেন, পরিচালন বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট থেকে যাতে একই সামগ্রী ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

৮। যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ও পরিচালক (অর্থ), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, এসএমসআর, যন্ত্রপাতি মেরামত ও ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য সচিবালয় অংশে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন নেই। যেহেতু বিভিন্ন হাসপাতালের চাহিদার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা আলাদা বরাদ্দ প্রদান করা হয় তাই এ সংক্রান্ত বরাদ্দ সচিবালয় অংশে রাখা সমীচীন নয়।

৯। পরিচালক (অর্থ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পল্লী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এসএসআর খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা সিভিল সার্জন ক্রয় সম্পন্ন করে থাকে। কিন্তু বর্তমানে আইবাস++ এ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করায় সিভিল সার্জন কর্তৃক এমএসআর ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে।

১০। সিদ্ধান্তঃ সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক. বাজেট অনুবিভাগে দক্ষ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে, প্রয়োজনে অস্থায়ী ভিত্তিতে পরামর্শক/বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে হাসপাতালগুলির আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনা (বাজেট লাইন) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।

খ. হাসপাতালগুলিতে বিভিন্ন বাজেট লাইন থেকে একই ধরণের পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য যাতে বরাদ্দ প্রদান না করা হয় এ বিষয়ে একটি কার্যকর সমন্বয় পদ্ধতি চালু করতে হবে।

গ. বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতাল কোন কোন উৎস থেকে কি পরিমাণ বরাদ্দ পায় সে বিষয়ে একটি স্ট্যাডি পরিচালনা করতে হবে।

ঘ. বাজেট ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রীসহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৫/১১/১২

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়